দৈনিক ইনকিলাব

061

তারিখ 11 JUL 1987
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

পাণ্ডুলিপির বিদেশ যাত্রা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত দেশের উত্তরাঞ্চলের বৃহত্তম বরেন্দ্র মিউজিয়াম থেকে আড়াই হাজার বহু প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি বিদেশে পাচার হয়ে গেছে বলে সহযোগী দৈনিক পরত্রিকায় এক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়ামের ২ হাজার ৬শ' দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি চুরি করে অতি উচ্চ মূল্যে বিদেশে বিক্রি করা হয়েছে। মিউজিয়ামে ঐ সকল পাণ্ডুলিপির কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। প্রকাশ, এই পাচার কাজের তথ্যাদি বিনষ্ট করে নতুন করে রেজিস্টার তোয়ের করা হয়েছে এবং যিনি দীর্ঘদিন ধরে এই ক্যাটালগ তোয়ের করার কাজে নিযুক্ত ছিলেন তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে পরবর্তী এক মাসের মধ্যেই বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে গেছেন।

মিউজিয়ামের চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে, পাকিস্তান প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পরিচালক ১৯৬২ সালের ১৩ই এপ্রিলের এক চিঠিতে বরেন্দ্র মিউজিয়ামে রক্ষিত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা জানতে চান। উত্তরে ঐ যাদুঘরে ৪ হাজার ৩শ'টি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি রয়েছে বলে জানান হয়। সেই সঙ্গে এও জানান হয় যে, একজন দক্ষ সংস্কৃত পণ্ডিতের সাহায্যে পাণ্ডুলিপিগুলোর ক্যাটালগ তোয়ের করার কাজ শেষ করা হয়েছে। ১৯৮২ সালের ২রা অক্টোবর অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে মিউজিয়ামের সাবেক পরিচালক জানান যে, তখন পর্যন্ত যাদুঘরে মাত্র ২ হাজার ৫শ' ৩০টি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি রয়েছে। সুতরাং সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জেগেছে যে, ১৯৬২ সালে যেখানে ৪ হাজার ৩শ' পাণ্ডুলিপি ছিল ১৯৮২ সালে তা কমে ২ হাজার ৫শ' ৩০টিতে নেমে এলো কেমন করে। কোন কালো হাতের কারসাজিতে?

অভিযোগে জানা গেছে যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউমারারীর জনৈক সহকারী কিউরেটর মিউজিয়াম সুপার হিসাবে চাকরিতে থাকাকালীন সময়ে এই সমস্ত পাণ্ডুলিপি বিদেশ পাচার করা হয়েছে। তিনি তার চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রার্থনা জানিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টারের কাছে বিভিন্ন বছরে যেসব চিঠি লেখেন, তাতেই ক্রমশঃ ঐ সকল পাণ্ডুলিপির সংখ্যা হ্রাসের কথা উল্লেখ করা হয়। তাতেই প্রমাণিত হয় যে, তার অবস্থানকালের মধ্যেই ২ হাজার ৬শ' সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি গায়েব হয়ে গেছে। তার লিখিত বিভিন্ন পত্র থেকেই প্রমাণিত হয়েছে যে, ঐ সুপার ভদ্রলোকই এই বহু মূল্যবান পাণ্ডুলিপিসমূহ পাচার হওয়ার জন্য দায়ী। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এই পাণ্ডুলিপি পাচার সম্পর্কে গত বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে আলোচনা করা হয়েছিল। কিন্তু তার পরেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে কোন তদন্ত কিংবা কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নাই।

এর চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দলের চাপে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, তাদের মতে, পাণ্ডুলিপি পাচার হয়ে যাবার ঘটনা তদন্ত করতে গেলে বহুসংখ্যক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উধাও হয়ে যাবার ঘটনাও বেড়িয়ে আসতে পারে আশংকায় একটি মহল পর্দার আড়াল থেকে সমস্ত বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করছে।

আমাদের প্রশ্ন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন উত্তরবঙ্গের এই বরেন্দ্র মিউজিয়ামটির কোন পিতামাতা নাই নাকি? যদি থেকেই থাকে তাহলে প্রতিষ্ঠান ও তার সম্পদসমূহের এমন হরিলুট হচ্ছে কেমন করে? রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার তবে অর্থ কি? বহু মূল্য পাণ্ডুলিপিসমূহ সমৃদ্ধ যাদুঘরের দ্বার এমন অবারিত কেন? কার স্বার্থে? দেশবাসী খুব স্বাভাবিক কারণেই জানতে চাইবে যে, দেশের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ যাদুঘর এবং তার সম্পদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণে এই কি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব পালনের নমুনা? দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থে আমরা এ বিষয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশের দাবী করি। যাদের যোগসাজশে এই বহু মূল্য পাণ্ডুলিপি বিদেশ যাত্রা করেছে তাদের উপযুক্ত বিচার করা হোক এবং পাণ্ডুলিপিসমূহ পুনরুদ্ধার করে যাদুঘরে রাখা হোক। এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।